بسم الله الرحمن الرحيم

মুজাহিদ উমারাগণ " قتال في سبيل الله " পরিচালনা করার জন্য রাষ্ট্রকে দুই ভাগে ভাগ করেন। ১: নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র, নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে বুঝায়, যে রাষ্ট্রের জনগণ শাসকগোষ্ঠীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

২: বিশ্রিংখল রাষ্ট্র, অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম।

১ টি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে قتال فى سبيل الله শুরু করার জন্য মুজাহিদ উমারাগণ ৪ টি مرحلة (স্তর) নির্ধারণ করেছন।

১: دعوة(দাওয়াত) অর্থাৎ তাওহীদ ও জিহাদের দাওয়াত।

২: اعداد (প্রশিক্ষণ) অর্থাৎ ১. ইমানী প্রশিক্ষণ, ২. শারীরিক প্রশিক্ষণ, ৩. সামরিক প্রশিক্ষণ।

৩: رباط ( ) অর্থাৎ ই'দাদকে বাস্তবায়ন করার জন্য ছোট ছোট অপারেশন পরিচালনা করা।

৪: قتال فى سبيل الله অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় স্বসস্র যুদ্ধ।

প্রথম ৩ মারহালা (স্তর) সফলভাবে অতিক্রম করে " ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ " শুরু করার জন্য মুজাহিদ উমারাহণ ৮ টি শর্ত নির্ধারণ করেছেন।

১: الطائفةالاساسية (নেতৃত্বদানকারী টিম)

২: الاجناد (সৈনিক)

৩: العلماءالمحققون (দক্ষ উলামায়ে কেরাম)

৪: المعسكرة (সেনাছাউনি)

৫: الاموال (মাল)

৬: الاسلحة (অস্ত্র)

৭: وسائل الإعلام (মিড়িয়া)

৮: تائيدالعوام (জনসমর্থন)

১: الطائفةالاساسية (নেতৃত্বদানকারী টিম) এর সদস্যদের ৫ টি বৈশিষ্ট্য।

১. العلم (ইলম) অর্থাৎ তাওহীদ, জিহাদ, খিলাফাত, বাইয়াত, হুদুদ, মাহাছিনুশ শারইয়্যাহ ইত্যাদির ইলম।

২: العمل (আমল) অর্থাৎ আল্লহ তা'আলার আনুগত্যে অগ্রগামী।

৩ علوم السياسةالشرعية والعالمية (ইসলামী ও বৈশ্বিক রাজনীতির জ্ঞান)

৪: التدريب العسكري (সামরিক প্রশিক্ষণ)

৫: تجربةالقتال في معركةاخرى بصحبةالامراء (যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদ উমারাগণের সাথে থেকে ক্বিতালের বাস্তব অবিজ্ঞতা)

* ২: الاجناد (সৈনিক)

সৈনিকদের ৩ টি বৈশিষ্ট্য, ১. العلم (ইলম) ২: العمل (আমল) ৩: التدريب العسكري (সামরিক প্রশিক্ষণ)

* ৩: العلماءالمحققون (দক্ষ উলামায়ে কেরাম)

উলামাদের ৩ টি কাজ, ১.ইমারাহকে সংশোধন করা, ২. দলীল-প্রমাণ সহকারে বিরুদ্ধাবাদীদের জবাব দেওয়া, ৩: উম্মাহকে ক্বিতাল এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

প্রসংগত: জিহাদ যখন শুরু হয় তখন সাধারণ ভাবে উলামারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়, ১. তাদের বড় সংখ্যক ১ টি দল তাগুতদের পক্ষ নেয়, ২: কিছু অংশ নিরবতা অবলম্বন করেন, তবে তারা মুজাহিদদের সাপোর্ট দেন, ৩. আর কিছু সংখ্যক মুজাহিদের পক্ষ নেয়। অতএব উলামায়ে মুহাক্কিক্বীনের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হল " উলামায়ে ছু " যারা ত্বাগুতদের পক্ষ নেয় দলীল-প্রমাণ সহ তাদের জবাব দেওয়া।

* ৪: المعسكرة (সেনাছাউনি)

মুয়াছকারাহ বলতে চারটি বস্তু বোঝানো হয়, ১. আশ্রয়স্থল, ২. প্রশিক্ষণস্থল, ৩. অস্র মজুদ করার স্থল, ৪. অভিজান পরিচালনার স্থল।

মুয়াছকারাহ এর জন্য চার ধরণের ভূমি ব্যবহার করা হয়, ১. পাহাড়ীভূমি, ২. মরূভূমী, ৩. বণভূমী, ৪. জনভূমী।

পাহাড়ীভূমী ও বণভূমী ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত, ১. ত্বাগুতদের নিয়ন্ত্রণে না থাকা, ২. জীবনধারণ সম্ভব হওয়া। সুতরাং আমরা দেখি আমাদের দেশে কোন কোন ভূমী ব্যবহার করা যায়।

১. মরূভূমী নাই, ২. পাহাড়ীভূমী ও বণভূমী যা আছে তা ত্বাগুতদের নিয়ন্ত্রণে।আর যে অংশ ত্বাগুত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না তাতে জীবনধারণ সম্ভব না। অতএব আমাদর দেশে মুয়াছকারাহ এর জন্য অবশিষ্ট রইল জনভূমী, সুতরাং আমাদের আবশ্যকীয় করণীয় হল, অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ জনভূমীকে ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহ এর জন্য উর্বর করা।

* ৫: الاموال (মাল)

মুজাহিদীনরা তিন ভাবে মাল সংগ্রহ করেন, ১. গণীমত, ২. মুক্তিপণ, ৩. সাদাকাহ।

* ৬: الاسلحة (অস্র)

আসলিহা আসে চার ভাবে, ১. ক্রয়, ২. তৈরি, ৩. গণীমত, ৪. শত্রুর পক্ষ থেকে।

* ৭: وسائل الإعلام (মিড়িয়া)

মিড়িয়া দুই ধরণের, ১. প্রিন্ট মিড়িয়া, ২. ইলেকট্রিক মিড়িয়া।

* ৮: تائيدالعوام (জনসমর্থন)

মুজাহিদীনদের ব্যাপকভাবে জনসমর্থন অর্জন হয় তিন অবস্থায়, ১. আগ্রাসী শত্রু আক্রমণ করলে। ২. সাশকগোষ্ঠী ব্যাপকহারে জুলুম নির্যাতন করলে। ৩. সাশকগোষ্ঠী অবৈধভাবে সাশন ক্ষমতা বেশী দিন ধরে রাখলে।

মুজাহিদীনরা জনসমর্থন অর্জন করেন তিন ভাবে, ১. শক্তিশালী মিড়িয়া। ২. সাধারণ দাওয়াত। ৩. জনকল্যাণ মূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

এই আটটি শর্ত পূরণ করার জন্য প্রত্যেকটি জেলাতে ৮ টি শাখা দাঁড় করাতে হবে।